

মহাভারতের মহারণ্যে

সুদীপ্ত ভৌমিক

মূল অনুপ্রেরণা—প্রতিভা বসু

প্রাককথন

মহাভারতের কাহিনি নিয়ে নাটক কোনো নতুন কথা নয়। মহাভারতের প্রচলিত আখ্যান নিয়ে অসংখ্য নাটক লেখা হয়েছে, অভিনীত হয়েছে। কিন্তু প্রতিভা বসু'র *মহাভারতের মহারণ্যে*'র মত ব্যতিক্রমী এবং বিতর্কিত লেখা নিয়ে কোনো নাটক হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। শ্রীমতী বসু তার গ্রন্থে মহাভারত আখ্যানের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমাদের প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস সমস্ত কিছু একেবারে ওলটপালট করে দেয়। অসংখ্য পণ্ডিত মনিষীদের ব্যাখ্যার (যার মধ্যে ওঁর স্বামী শ্রী বুদ্ধদেব বসুও রয়েছেন) সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। শ্রীমতী বসু কখনই তাঁর এই ব্যাখ্যার জন্য কোনো পাণ্ডিত্যের দাবি করেননি। প্রথাগত মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য কোনো রকম মার্জনা ভিক্ষাও করেননি। বরং বলেছেন,

আমার বক্তব্য নেহাত সরল, একজন সৎ পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, যা আমি পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে বহন করে চলেছি।

প্রতিভা বসুর নিজের কথায়,

> মহাভারতের যে সর্বজন স্বীকৃত মূল গল্পের কাঠামো, তার ভিত্তিতেই আমার প্রতিটি মতামত প্রথিত। কিন্তু আমি তার অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে, বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা খুঁজেছি। সর্বদিক থেকেই যা সাধারণ মনুষ্যলোকের কাহিনী, প্রতিটি চরিত্রই যেখানে দোষে গুণে মানুষ, প্রতিটি ঘটনাই যখন অতিপরিচিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয়, লোভ-কাম-ক্রোধ-হিংসা- প্রতিহিংসা- শঠতা-চক্রান্ত ভরা, সেখানে সময় সুযোগ মত অতিপ্রাকৃতর ব্যবহারকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেবার আমি কোন যুক্তি দেখিনি। বরং প্রতিটি অবাস্তব, অলৌকিক, ঘটনারই সহজ একটি বাস্তব ধর্মী ব্যাখ্যা আছে বলে আমার মনে হয়েছে।

মহাভারত থেকে শ্রীমতী বসু কোনো রকম ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করেননি। বলেছেন,

> এই গ্রন্থ আমাকে এই শিক্ষাই দিল যে, যেমন ভাল বলে কিছু নেই, তেমনই মন্দ বলে কিছু নেই। সত্য বলেও কিছু নেই, মিথ্যে বলেও কিছু নেই। ধর্ম বলে কিছু নেই, অধর্ম বলেও কিছু নেই। যা আছে তা কেবল সুবিধাবাদী সুবিধাভোগ। এবং ন্যায় অন্যায় বলে যা কিছু আমরা শিখেছিলাম, মহাভারতের মহারণ্যে সে দুটি ধারণার জন্মই হয়নি।

মহাভারতের আখ্যানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লেখিকা। তাঁর মতে,

> মহাভারত নামত ভরত বংশের ইতিহাস হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা সত্যবতী-দ্বৈপায়নের বংশের ইতিহাস। হয়ত সেইজন্যই দ্বৈপায়ন লোকগাথায় বেঁধে সেই মূল আখ্যানটিকে অমরত্ব দিতে চেয়েছিলেন।

এবং আরও বলেছেন,

> সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, মহাভারতের গল্প বহিরাগত আর্যশাসকদের বিরুদ্ধে অনার্য, কৃষ্ণবর্ণ বর্ণসংকর জাতিবৈষম্যে বিড়ম্বিত দেশবাসীর অন্তিম প্রতিশোধ। শুদ্ধ শোণিতের গরিমালুপ্তির ইতিহাস।

এই আধুনিক ব্যাখ্যা অনেকেই হয়ত পছন্দ করবেন না। মতান্তরের অবকাশও প্রবল। কিন্তু শ্রীমতী বসুর অকাট্য যুক্তিগুলি সহজে উড়িয়ে দিতে পারবেন না কোনো মননশীল পাঠকই।

তবে এই নাটক শ্রীমতী বসুর কাহিনির পূর্ণ নাট্যরূপ নয়। লেখিকা যে চক্রান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, এই নাটক কেবল সেই সূত্রটুকু নিয়ে রচিত। নাটকের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, শ্রীমতী বসুর রচনায় সেই ঘটনার সরাসরি উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঙ্গিত রয়েছে।

উনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যে চক্রান্তের আশঙ্কা উল্লেখ করেছেন, এবং চরিত্রদের যে গোপন ও তীব্র মনোস্কামনার ইঙ্গিত করেছেন, তার ভিত্তিতেই এই ঘটনার উপস্থাপনা। অর্থাৎ মঞ্চে যে গল্প পরিবেশিত হবে, তা সম্পূর্ণ নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। আশা এই যে নাটক বর্ণিত চরিত্র এবং ঘটনা থেকেই দর্শক শ্রীমতী বসুর মহাভারত সম্পর্কিত চিন্তাধারার কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। এই নাটকের শুরু হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে, মহারানি সত্যবতীর কক্ষে। বহু বছর হল, মহারাজ পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন তার অন্ধ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করে বনবাসে চলে গেছেন। সঙ্গে গেছেন তার পত্নিদ্বয়, কুন্তি এবং মাদ্রি। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বকলমে রাজ্য চালনা করছেন ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্রর বালক পুত্র দুর্যোধন এবং তার ভ্রাতাগণ ভীষ্ম এবং কৃপাচার্যের কাছে শাস্ত্র এব অস্ত্র শিক্ষা লাভ করছেন। রাজ্যে শান্তি বিরাজমান। এইখান থেকেই আমাদের কাহিনির শুরু। এই স্থান থেকেই আমাদের প্রবেশ মহাভারতের মহারণ্যের জটিল আবর্তে।

চরিত্র

সত্যবতী	কুরু বংশের মহারানি মহারাজ শান্তনুর স্ত্রী
দ্বৈপায়ন	কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, সত্যবতীর পুত্র, মহাভারতের রচয়িতা
ভীষ্ম	শান্তনুর পুত্র দেবব্রত
কুন্তি	পাণ্ডুর স্ত্রী
বিদুর	দ্বৈপায়ন পুত্র
পাণ্ডু	হস্তিনাপুরের মহারাজ
মাদ্রি	পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী

দৃশ্য—১

হস্তিনাপুর। মহারানি সত্যবতীর কক্ষ। দর্শকের দিকে পিছন ফিরে সত্যবতী পূজায় ব্যস্ত। শাম গানের ধ্বনি এক শান্ত পবিত্র বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। হঠাৎ গানের সুর এলোমেলো হয়ে যায়, তাল কেটে যায়, গান থেমে যায়। ত্রস্ত হয়ে ফিরে তাকান সত্যবতী।

সত্যবতী : একী হল? এভাবে গান থেমে গেল কেন? এরকম তো কখনও হয় না। (ব্যাসকে লক্ষ করেন) পুত্র দ্বৈপায়ন। এরকম অশুভ ঘটনা তো আগে কখনও ঘটেনি। পূজার সময় এমন বিঘ্ন কেন ঘটল?

দ্বৈপায়ন : চিন্তা করবেন না মাতা। হয়ত আমাকে দেখে আপনার গায়কগণ ভীত হয়ে তাঁদের সুর হারিয়ে ফেলেছে। আপনি জানেন, আমার এই কদর্য শরীর দর্শন করে অনেকেই ভয়ে তাঁদের চক্ষু মুদ্রিত করে ফেলে, অথবা রক্তশূন্য পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে।

সত্যবতী : তুমি পরিহাস করতে পার পুত্র, কিন্তু কিছুদিন হল এক অজানা আশঙ্কায় আমার হৃদয় কেবলই বিচলিত হচ্ছে। রাতে নিদ্রা আসে না। মনে হয় এক অশুভ কালান্তক মেঘ আমাদের হস্তিনাপুরের ঈশান কোণে ঘনিয়ে উঠেছে। তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ মহা ঋষি। তুমি বল, কী এই ভরতবংশের ভবিষ্যৎ? কী এই আর্যাবর্তের ভবিষ্যৎ? মহারাজ শান্তনু যে গুরু দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে গিয়েছেন, আমি কি পারছি তা পালন করতে? আমি কোনো ভুল করছি নাতো?

দ্বৈপায়ন : না মাতা সত্যবতী। আমি ত্রিকালজ্ঞ নই। আর্যাবর্তের ভবিষ্যৎ কী আমি জানি না। আপনার মতো, আমিও কেবল এক দর্শক মাত্র। হয়ত মাঝে মধ্যে এই কর্মকাণ্ডে যোগদানও করি। করতে হয়। কিন্তু আমার কাজ এক কথাকারের। এই সময়কে এক মহাকাব্যের ছন্দে বাঁধাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

সত্যবতী : কী থাকবে সেই মহাকাব্যে?

দ্বৈপায়ন : যা সত্য তাই থাকবে।

সত্যবতী : যা সত্য তাই থাকবে? কিন্তু কবি কি সত্য কথা বলেন? বলতে পারেন? কল্পনার রঙে কি সেই সত্য ঢাকা পড়ে যায় না?

দ্বৈপায়ন : কিন্তু আমার কাব্য তো কল্পনা প্রসুত নয়। যা দেখছি, যা দেখব, যা শুনছি, যা শুনব—তাই হবে আমার কাব্যের উপাদান। যা দেখি যা শুনি তা কি সব সত্য? মানব হৃদয়ের গভীর অন্ধকারে যে আলোড়ন চলে, তার মস্তিষ্কে যে জটিল চিন্তার ঝড় তাণ্ডব করে বেড়ায়, তার প্রকাশ কি তার কর্মে হয়? আর তা যদি না হয়, তাহলে কি তার কর্ম সত্য? তাহলে সত্য কী? তার চিন্তা, না তার কর্ম?

দ্বৈপায়ন : যা ঘটে তাই সত্য—যা ঘটে না তা সত্য নয়!

সত্যবতী : না দ্বৈপায়ন! যা ঘটে তা সত্য নয়, যা রটে তাই সত্য। তুমি তোমার কাব্যে যা বলবে তাই সত্য হবে আগামী কালের কাছে। আগামী মানুষের কাছে তোমার ছন্দবদ্ধ রটনাই হবে সত্য, ঘটনা নয়।

(দুয়ারে পদশব্দ শোনা যায়। দ্বৈপায়ন অন্তর্হিত হন। প্রবেশ করেন ভীষ্ম।)

ভীষ্ম : আমায় স্মরণ করেছিলেন মাতা।

সত্যবতী : হ্যাঁ পুত্র। এস, আসন গ্রহণ কর।

(ভীষ্ম ভিতরে এসে আসন গ্রহণ করেন)

সত্যবতী : রাজ কার্য কেমন চলছে পুত্র?

ভীষ্ম : সে প্রশ্ন আমায় কেন মাতা? মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা।

সত্যবতী : তোমার কণ্ঠে কি অভিমানের সুর শুনতে পাচ্ছি পুত্র?

ভীষ্ম : অভিমান? না না, তা নয়। ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের রাজা। রাজ্যের সর্বময় অধিকর্তা তিনি। আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তারই সাজে। আমি তাঁর অধিকার লঙ্ঘন করতে পারি না।

সত্যবতী : অধিকার লঙ্ঘন? কে কার অধিকার লঙ্ঘন করেছে পুত্র? তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করলে—যাক সে কথা। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। হস্তিনাপুরের প্রজারা সব সুখে, স্বচ্ছন্দে, কুশলে রয়েছে তো? কারও কোনো অসুখ, অতৃপ্তি নেই তো? কোথাও বিদ্রোহের আভাস দেখা দেয়নি তো? কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের আশু সম্ভাবনা?

ভীষ্ম : মাতা, আপনার আশীর্বাদে রাজ্যে শান্তি বিরাজমান। প্রজারা সুখে আছেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য পরিচালনায় তারা অত্যন্ত প্রসন্ন।

সত্যবতী : তোমার পরিচালনায়—

ভীষ্ম : রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে এক দুর্বৃত্ত রাজা তাঁর সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করেছিল। আমরা অচিরাৎ সেই আক্রমণ ব্যর্থ করেছি।

সত্যবতী : তুমি করেছ। কিন্তু কী স্পর্ধা সেই রাজার? পরম বিক্রমশালী, অপারাজেয় ভীষ্ম যে রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ, কোন সাহসে সেই হস্তিনাপুর সে আক্রমণ করে?

ভীষ্ম : উচ্চাশা অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তি মানে না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে পতঙ্গ, মৃত্যু অবধারিত জেনেও সে অগ্নিকে অবজ্ঞা করে।

সত্যবতী : কিন্তু মানুষ তো পতঙ্গের মতো নির্বোধ নয়। তাঁর প্রতিটি কর্ম, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কারণ থাকে, উদ্দেশ্য থাকে। আর সেই উদ্দেশ্য যত কঠিন, যত দুর্লভ হয়, তাঁর মনন, তাঁর চিন্তনও তত গভীর, তত জটিল হতে হয়। প্রতিটি পদক্ষেপ অতি সন্তর্পণে ফেলতে হয়। বিপদকে যে মানুষ অগ্রাহ্য করে, সে নির্বোধ।

ভীষ্ম : উচ্চাশার মোহ অনেক মানুষকেই নির্বোধ করে দেয় মাতা।

সত্যবতী : ঠিকই বলেছ পুত্র। তাই আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। আক্রমণ যে কেবল বাইরে থেকেই হবে তাতো নয়, আক্রমণ ভিতর থেকেও হতে

পারে। কুরু বংশের আগামী প্রজন্মকে সেই ভাবেই তৈরি করতে হবে। আমার প্রপৌত্র দুর্যোধনকে তুমি সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলছ তো?

ভীষ্ম : কৃপাচার্যের নিকট দুর্যোধন এবং তাঁর ভ্রাতাগণ অস্ত্র শিক্ষা লাভ করছে। আমি নিজে তাদের নানান শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়ে থাকি।

সত্যবতী : অমি নিশ্চিন্ত হলাম। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে। তাকে সেই মতো প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

ভীষ্ম : কিন্তু....

সত্যবতী : কিন্তু কী পুত্র?

ভীষ্ম : মহামন্ত্রী বিদুর মনে করে না দুর্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা হবার যোগ্য। সে মনে করে দুর্যোধন দুরাত্মা। তাঁর জন্মের সময় নানান দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। বিদুর তখনই বলেছিল, হস্তিনাপুরের চরম বিপদ ডেকে আনবে দুর্যোধন। কুরু বংশ ধ্বংস হবে এই শিশুর কারণে। ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিল, সেই মুহূর্তে ওই নবজাত শিশুকে হত্যা করতে।

সত্যবতী : কী ভয়ানক! এক পিতাকে বলেছিল তাঁর সদ্যজাত সন্তানকে হত্যা করতে?

ভীষ্ম : শুনে আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম। কিন্তু বিদুর বারংবার আমাদের উপদেশ দিয়েছে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। তার জন্মের পরেও একাধিকবার মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র সম্পর্কে কটূক্তি করেছে বিদুর।

সত্যবতী : কিন্তু সত্যিই কি দুর্যোধন দুরাত্মা? তাঁর মধ্যে কি তুমি কোনো কুলক্ষণ দেখেছ? তুমি কি কখনও তাকে দুর্ব্যবহার করতে দেখেছ? কখনও কি সে এমন কিছু করেছে যা এক কুরু রাজপুত্রের অনুপযুক্ত?

ভীষ্ম : না মাতা। আজ পর্যন্ত আমি তাকে কোনো অন্যায় করতে দেখিনি। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি বা অভিযোগও আমার কর্ণগোচর হয়নি। দুর্যোধন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং ন্যায়পরায়ণ। তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব দেবার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। বিদুর ছাড়া আর সকলেই তাকে পছন্দ করে। তবে সে এখনও বালক, মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স। ভবিষ্যতে সে কী রূপ ধারণ করবে এখনই তা বলা অসম্ভব।

সত্যবতী : না না, আমার মনে হয় বিদুর অহেতুক আশঙ্কা করছে। দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ কুরু ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান। রাজা হবার সব গুণই তাঁর আছে। তুমি তাকে সেই মতোই প্রস্তুত কর।

ভীষ্ম : যথা আজ্ঞা মাতা।

(ভীষ্ম দরজার দিকে এগিয়ে যান। সত্যবতী তাকে ডাকেন)

সত্যবতী : দেবব্রত—

(ভীষ্ম থমকে দাঁড়ান)

দেবব্রত, তোমার কোনো ক্ষোভ নেই?

ভীষ্ম : বহুদিন বাদে আপনি আমায় দেবব্রত বলে ডাকলেন। দেবব্রত নামটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম—

সত্যবতী : প্রশ্ন এড়িয়ে যেওনা দেবব্রত। উত্তর দাও। তোমার কোনো ক্ষোভ নেই? আক্ষেপ নেই?

ভীষ্ম : কীসের ক্ষোভ মাতা? কীসের আক্ষেপ?

সত্যবতী : যে সিংহাসন তোমার হবার কথা ছিল, আজ সে সিংহাসনের অধীন তুমি, এক কর্মচারী মাত্র—

ভীষ্ম : আমি কুরু বংশের দাস—

সত্যবতী : কুরু বংশ? (হেসে ওঠেন সত্যবতী) কোন কুরুবংশের কথা বলছ তুমি দেবব্রত? হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আজ যে বসে আছে, তাঁর দেহে কুরু বংশের এক বিন্দু রক্তও নেই।

ভীষ্ম : মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের পুত্র—

সত্যবতী : ক্ষেত্রজ পুত্র।

ভীষ্ম : ধর্মানুসারে মহারাজ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র কুরুবংশেরই ধ্বজা বাহক।

সত্যবতী : কিন্তু ধর্ম তো রক্ত পালটে দিতে পারে না। রক্তের গভীরে প্রথিত বীজেই লেখা থাকে মানুষের পরিচয়। মানুষের রক্তই তাঁর চরিত্র নির্ধারণ করে।

ভীষ্ম : আমাকে আজ্ঞা দিন মাতা—

সত্যবতী : আমি কিন্তু তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম—

ভীষ্ম : আমি তো মুক্তি চাইনি।

সত্যবতী : কিন্তু কেন দেবব্রত? কেন মুক্তি চাও নি? (দেবব্রত চুপ করে থাকেন) কেন এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলে?

ভীষ্ম : সে কথা তো আপনার অজানা নয় মাতা।

সত্যবতী : তোমার পিতা, মহারাজ শান্তনু তো ফিরে গিয়েছিলেন। হস্তিনাপুরের রাজা হিসেবে তিনি তো তোমাকেই চেয়েছিলেন।

ভীষ্ম : হস্তিনাপুরের সিংহাসনের চেয়ে পিতার সুখ আমার কাছে অনেক বড়ো। আপনাকে হস্তিনাপুরের রানি করে পাবার জন্য আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এই প্রতিজ্ঞা তো অতি সামান্য—

সত্যবতী : কিন্তু সারাজীবন তুমি কুরুবংশের সেবা করে যাবে, তুমি তো এমন

প্রতিজ্ঞা করনি। তাহলে কেন রয়ে গেছ সারা জীবন এই সিংহাসনের সেবায়?

(ভীষ্ম চুপ করে রইলেন)

সত্যবতী : চুপ করে থেক না দেবব্রত। বল! কিসের আশায় তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছ এই কুরু সিংহাসনের পদতলে?

(ভীষ্ম চুপ করে থাকেন। সত্যবতী এসে ভীষ্মের হাত ধরেন।)

সত্যবতী : তুমি চুপ করে থাকতে পার, কিন্তু আমি জানি।

ভীষ্ম : কী জানেন?

সত্যবতী : সত্য বল দেবব্রত, তুমি কি—

(হঠাৎ বাইরে শোরগোল শোনা যায়।)

সত্যবতী : ও কীসের শোরগোল?

ভীষ্ম : আমি দেখছি মাতা!

(ভীষ্ম বেরিয়ে যান)

সত্যবতী : হায়, দেবব্রত! আমি জানি তোমার হৃদয়ে প্রতি ক্ষণে কী নিদারুণ রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। অদৃষ্ট আমাদের আজ মাতা পুত্রের সম্পর্কে বেঁধেছে। কিন্তু কেন এমন হল? সেই সন্ধ্যায় মহারাজ শান্তনুর পরিবর্তে তুমি যদি নদী তীরে উপস্থিত হতে, এই কুরু বংশের ইতিহাস হয়ত অন্য ভাবে লেখা হত। আমার পিতা দাসরাজও হয়ত তাই চেয়েছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, তাঁর কঠিন শর্ত শোনার পর মহারাজ শান্তনু তাঁর পুত্র দেবব্রতর সঙ্গেই তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। মুর্খ তুমি দেবব্রত, পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য এমন এক ভয়ঙ্কর শপথ করে বসলে? আর তারপর সারাটা জীবন আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করলে।

(ভীষ্ম প্রবেশ করেন)

সত্যবতী : কী সংবাদ দেবব্রত? কেন এই কোলাহল? চুপ করে থেক না, আমায় বল, কী হয়েছে?

ভীষ্ম : দু:সংবাদ মাতা সত্যবতী। আমাদের পরম প্রিয় মহারাজ পাণ্ডু ও মহারানি মাদ্রী আর নেই। বনবাসকালে তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের শবদেহ নিয়ে প্রাসাদ তোরণে অপেক্ষা করছেন মহারানি কুন্তি। সঙ্গে পাঁচটি বালক— যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র।

(আলো নিভে যায়।)

দৃশ্য—২

(মহারানি সত্যবতীর কক্ষ। সত্যবতী বসে আছেন। তার কপালে চিন্তার রেখা। ভীষ্ম প্রবেশ করেন)

ভীষ্ম : মাতা, মহারাজ পাণ্ডু ও মহারানি মাদ্রির সৎকার সম্পন্ন হয়েছে। এবার আপনি একটু অন্নজল গ্রহণ করুন।

সত্যবতী : আমার শেষ আশাটুকুও নিভে গেল। ভেবেছিলাম হয়ত কোনো একদিন পাণ্ডু ফিরে আসবে, আবার তার রাজ্যের হাল ধরবে।

ভীষ্ম : সবই ভবিতব্য। আপনি দুঃখ করবেন না মাতা। পাণ্ডু চলে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার পঞ্চ পুত্রদের দিয়ে গেছেন। অত্যন্ত নম্র, সুশীল, ও তেজস্বী পাঁচ বালক।

সত্যবতী : জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির। কত বয়স তার?

ভীষ্ম : সে প্রশ্ন করার সময় পাইনি মাতা। তবে অনুমান হয়, দুর্যোধনের সমবয়স্কই হবে সে।

সত্যবতী : হুম...! দুর্যোধনের কনিষ্ঠ হলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের চেয়ে বয়েসে বড়ো হয়?

ভীষ্ম : আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।

সত্যবতী : আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। ভীষ্ম, তুমি কুন্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ভীষ্ম : যথা আজ্ঞা মাতা।

(ভীষ্ম বেরিয়ে যান)

সত্যবতী : পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তবে কী? যুধিষ্ঠির যদি জ্যেষ্ঠ হয়, তাহলে কি সে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দাবি করতে পারে? কিন্তু পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র এখন রাজা, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র কি সিংহাসনের অধিকারী নয়? নাকি মহারাজ পাণ্ডুর....

(কুন্তি প্রবেশ করেন)

সত্যবতী : এসো কুন্তি। এসো। বসো। তুমি নিশ্চই ক্লান্ত। এতোটা পথ অতিক্রম করে এসেছ, তারপর দাহ সৎকার ইত্যাদি—তোমার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। (কুন্তি বসেন) আমার দুর্ভাগ্য, এই দিন আমাকে দেখতে হচ্ছে। কিন্তু নিয়তিকে মেনে নিতেই হবে। আশা করেছিলাম, হয়ত একদিন সে ফিরে আসবে, কিন্তু এভাবে নয়।

কুন্তি : আপনি তো তাকে জানেন পিতামহী। যাকে তিনি একবার ত্যাগ করেন, তার পানে আর কখনো ফিরে চাননা।

সত্যবতী : কিন্তু এই অকাল মৃত্যু? কী করে হল এই দুর্ঘটনা?

কুন্তি : সে বড়ো—সে বড়ো লজ্জার!

সত্যবতী : লজ্জার? কেন? কী হয়েছে? আমায় সব খুলে বল কুন্তি।

কুন্তি : মহারাজ পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেই শাপেই তার মৃত্যু।

সত্যবতী : শাপগ্রস্ত? কার শাপ? পাণ্ডুর মতো ধর্ম পরায়ণ মানুষকে কে শাপ দিতে পারে?

কুন্তি : ঋষি কিন্দম। মহারাজ মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন। হরিণ ভ্রম করে, তিনি ঋষি কিন্দম ও তার পত্নীর উপর তীর বর্ষণ করেন। তীরের আঘাতে সঙ্গমরত অবস্থায় ঋষি ও তাঁর পত্নী নিহত হন। মৃত্যুকালে ঋষি কিন্দম অভিশাপ দেন, মহারাজেরও ওই একই ভাবে মৃত্যু হবে। মহারাজ যে মুহূর্তে কোনো রমণীর সঙ্গলিপ্সু হবেন—সেই মুহূর্তে তাঁর হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হবে। তারপর থেকে মহারাজ আমার ও মাদ্রির সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন। বহু বৎসর এভাবেই কাটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহারাজ নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেননি। কামাবিষ্ট হয়ে মাদ্রীর উপর উপগত হতে যান, আর সেই মুহূর্তে.... মাদ্রি আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মাহুতি দেয়।

সত্যবতী : অসম্ভব!

কুন্তি : কী অসম্ভব?

সত্যবতী : মানুষের অভিশাপে কারও মৃত্যু হতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কুন্তি : এ আপনি কী বলেছেন পিতামহী? ঋষি কিন্দম ত্রিকালজ্ঞ বাকসিদ্ধ পুরুষ। তার অভিশাপ কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

সত্যবতী : থাক সে কথা। আমাকে বল, এই পঞ্চ বালক—এরা কার পুত্র?

কুন্তি : যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন আমার পুত্র। নকুল, সহদেব মাদ্রির।

সত্যবতী : আমি জানতে চাই, ওদের পিতা কে?

কুন্তি : আপনি কি পরিহাস করছেন পিতামহী? অবশ্যই মহারাজ পাণ্ডু ওদের পিতা।

সত্যবতী : মিথ্যা কথা। পাণ্ডু ওদের পিতা হতে পারে না। আর তার কারণ ঋষি কিন্দমের অভিশাপ নয়, তার কারণ পাণ্ডুর অক্ষমতা।

কুন্তি : আপনি...?

সত্যবতী : হ্যাঁ আমি জানি। এখন আমায় সত্য বল, এই বালকগণ কার পুত্র? চুপ করে থেক না, বল!

কুন্তি : এরা মহারাজ পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র।

সত্যবতী : ক্ষেত্রজ পুত্র?

কুন্তি : কেন? এই পরিবারে ক্ষেত্রজ পুত্র তো নতুন কিছু নয়।

সত্যবতী : ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের জন্য নিয়োগ তখনই হয় যখন বংশধারা রক্ষার প্রশ্ন আসে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র লাভের পর সে প্রয়োজন তো ছিল না।

কুন্তি : সে তথ্য আমাদের জ্ঞাত ছিল না। তাছাড়া, মহারাজ পাণ্ডু নিজের সন্তানও তো চাইতে পারেন।

সত্যবতী : বেশ, তাহলে আমাকে বল, কাকে নিযুক্ত করেছিলেন পাণ্ডু। ধর্ম অনুসারে পরিবারের কেউ, অথবা ব্রাহ্মণ ঋষি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত হতে পারেন।

কুন্তি : পঞ্চ পাণ্ডব দেব সন্তান।

সত্যবতী : দেব সন্তান?

কুন্তি : হ্যাঁ। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজের পুত্র। ভীম পবন দেবতার। অর্জুন ইন্দ্রের আর নকুল সহদেব অশ্বিনী কুমার পুত্র।

সত্যবতী : কিন্তু তা কী করে সম্ভব? দেবতা কী করে—

কুন্তি : আমি বলছি সে কথা। বহু বৎসর পূর্বে, আমার পিতা মহারাজ কুন্তিভোজের প্রাসাদে ঋষি দুর্বাসা অতিথি হয়ে এসেছিলেন। আমি তখন নিতান্ত বালিকা মাত্র। পিতা আমাকে ঋষির সেবার দায়িত্ব দেন। ঋষি আমার সেবায় প্রীত হয়ে আমাকে একটি মন্ত্র বর দেন। সেই মন্ত্রের বলে আমি যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারি আমাকে তাঁর সন্তান উপহার দিতে। মহারাজের অনুরোধে আমি সেই মন্ত্রের প্রয়োগ করেই—

(সত্যবতী হোহো করে হেসে ওঠেন)

কুন্তি : আপনি হাসছেন পিতামহী?

সত্যবতী : হাসব না? তুমি আমাকে এই গল্প বিশ্বাস করতে বল?

কুন্তি : আপনি ঋষি দুর্বাসার মন্ত্র বিশ্বাস করছেন না?

সত্যবতী : দেবতা কখনো মন্ত্রের বলে ধরাধামে এসে মানুষের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারে না। মানুষই কেবল মানুষের জন্ম দিতে পারে। তুমি সত্য বল, কে এই বালকদের পিতা? কে যুধিষ্ঠিরের পিতা?

কুন্তি : যুধিষ্ঠিরের পিতা, স্বয়ং ধর্ম!

সত্যবতী : মিথ্যা কথা!

(বিদুর প্রবেশ করেন)

বিদুর : না মিথ্যা নয়। সত্য। ধর্ম রক্ষার্থে স্বয়ং ধর্মকেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হয়।

সত্যবতী : কিন্তু তাই বলে ধর্মরাজ কুন্তির গর্ভে তাঁর সন্তানের জন্ম দেবেন, এই অসম্ভব অবাস্তব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

বিদুর : ধৈর্য ধরুন পিতামহী। আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলছি। তার আগে কুন্তিকে অন্তঃপুরে যাবার আজ্ঞা দিন। যাও কুন্তি, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

(কুন্তি অন্তঃপুরে প্রস্থান করেন)

বিদুর : পিতামহী, এবার আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন। পুরাকালে মাণ্ডব্য নামে এক মৌন তপস্বী ছিলেন। একদিন কয়েকজন দস্যু রাজকোষ থেকে মণি রত্ন অপহরণ করে পলায়ন করছিল। রাজরক্ষীগণ তাদের পশ্চাৎ ধাবন করলে, তারা মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করে, সমস্ত ধনরত্ন সেখানে লুক্কায়িত রেখে পলায়ন করে। রক্ষীগণ আশ্রমে সেই ধনরত্ন পেয়ে মাণ্ডব্যকে নানান প্রশ্ন করলেন। কিন্তু মৌনব্রতী ঋষি কোনো উত্তর দিলেন না। রক্ষীগণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষিকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে গিয়ে শুলে চড়ালেন। কিন্তু ঋষি মাণ্ডব্যর তাতে মৃত্যু হল না। রাজা ঋষির পরিচয় পেয়ে তাকে শুল থেকে নামালেন। কিন্তু শুলের অগ্রভাগ ভেঙে তার দেহে রয়ে গেল। ঋষি মাণ্ডব্য ধর্ম রাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কর্মের ফলে আমাকে এই দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম রাজ বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতঙ্গের পুচ্ছ দেশে তৃণ প্রবিষ্ট করেছিলেন। এ তারই ফল। মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আপনি লঘু পাপে আমাকে গুরু দণ্ড দিয়েছেন। আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি, আপনি শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আমি সেই শাপগ্রস্ত ধর্ম, শূদ্র দাসীর গর্ভে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে যার জন্ম। আর কুন্তির গর্ভে, আমার ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। তাই বলছি, কুন্তি সত্য কথাই বলেছেন, যুধিষ্ঠির ধর্মের সন্তান। পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতেই তার আগমন।

(সত্যবতী হতচকিত হয়ে চেয়ে থাকেন বিদুরের দিকে। আলো নিভে যায়।)

দৃশ্য—৩

(বনাঞ্চল। কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কুন্তি। যেন কারও অপেক্ষা করছেন। প্রবেশ করেন বিদুর।)

কুন্তি : কোথায় ছিলে তুমি বিদুর? আমি আশঙ্কা করছিলাম, উনি যদি এসে পড়েন?

বিদুর : কিছু ব্যবস্থা করতে দেরি হয়ে গেল। চিন্তা নেই, মহারাজ পাণ্ডুর এখানে আসতে দেরি আছে।

কুন্তি : মহারাজ আমাকে সহ্য করতে পারেন না। আমাকে দেখলেই উনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠবেন।

বিদুর : (হেসে) ক্রোধান্বিত হবারই কথা। পরপুরুষ গামিনী স্ত্রীকে কোন স্বামী পছন্দ করে?

কুন্তি : বিদুর তুমিও? যা হয়েছে তার জন্য কি তুমি দায়ী নও? যুধিষ্ঠির আমার গর্ভে আসার পর ক্ষিপ্ত হয়ে মহারাজ আমাকে ত্যাগ করেছেন। উনি জানতেও চাননি কে ওর পিতা।

বিদুর : তার পরে তুমি আরও চার পুত্রের জননী হয়েছ। আমিও কিন্তু জানতে চাইনি কে তাদের পিতা।

কুন্তি : আমি তোমাকে বলেছি, তারাও তোমারই মতো দেবতুল্য পুরুষ!

বিদুর : আমারই মতো, কিন্তু আমি নই!

কুন্তি : কবার এসেছ তুমি বিদুর? মহারাজ পাণ্ডু যখন আমাকে ত্যাগ করে মাদ্রিকে নিয়ে চলে গেলেন, তখন তুমি কোথায় ছিলে? আমি একা এই বনে আমার পুত্রদের নিয়ে বাস করেছি। কায় ক্লেশে জীবন ধারণ করেছি। এই বিপদ সঙ্কুল অরণ্যে বেঁচে থাকার জন্য আমি তখন প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করেছি এক শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষের—যে তার বাহু বেষ্টনী দিয়ে আমাকে আর আমার পুত্রকে রক্ষা করবেন। আর দৈব প্রেরিতের মত তারা এসেছেন। কেউ পবনের ন্যায় বলবান, কেউ ইন্দ্রের ন্যায় বীর যোদ্ধা, কেউ অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপবান। তাঁরা এসেছেন, কিছুদিন আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমার গর্ভে তাঁদের সন্তান দিয়েছেন, তারপর আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কেউ ভাবেন নি, আমার কী হবে। আমার সন্তানের কী হবে। কতবার ভেবেছি পুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে যাই, পিতামহী সত্যবতীর চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করলে কি উনি আমাদের গ্রহণ করবেন না? কিন্তু ভয় হয়েছে, উনিও যদি মহারাজের মত আমায় ত্যাগ করেন?

বিদুর : না করবেন না। এখন আর করবেন না। কুন্তি, তোমার পঞ্চ পুত্রদের নিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে হবে হস্তিনাপুরে। ধৃতরাষ্ট্র তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্বয়ং ভীষ্ম তাকে এবং তার ভ্রাতাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তা কোনদিনই হতে দেব না। আমার পুত্র যুধিষ্ঠির হবে রাজা, আর কেউ নয়!

কুন্তি : এ তুমি কী বলছ বিদুর? মহারানি সত্যবতী কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজি হবেন না।

বিদুর : সে ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও কুন্তি। তুমি কেবল আমার নির্দেশ পালন করে যাও।

কুন্তি : কিন্তু কী পরিচয় দেব আমি আমার পুত্রদের?

বিদুর : কেন? তারা মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র—পাণ্ডব।

কুন্তি : অসম্ভব! মহারাজ কিছুতেই সম্মতি দেবেন না।

বিদুর : সম্মতি তাকে দিতেই হবে। যদি না দেন, তাহলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সম্মতির আর কোনো প্রয়োজন না হয়।

কুন্তি : তুমি—তুমি কি বলতে চাইছ? (বিদুর চুপ করে থাকে) চুপ করে থেক না বিদুর, আমাকে বল? কী ব্যবস্থা করবে তুমি?

বিদুর : সময় হলেই বুঝতে পারবে। এখন যাও, আড়ালে যাও। মহারাজ পাণ্ডু যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বেন। যাও।

(কুন্তি আড়ালে চলে যায়)

বিদুর : ইতিহাসের এক নির্মম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তুমি বিদুর। এখন বিচলিত হয়ো না। লক্ষ্যে স্থির রাখ নিজেকে। মনে রেখ, তোমার নির্দেশিত পথই ধর্ম। কারণ তুমিই ধর্ম। অভিশপ্ত ধর্ম!

(পাণ্ডু ও মাদ্রি প্রবেশ করেন। বিদুরকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন পাণ্ডু।)

ভ্রাতা বিদুর! কতদিন, কতদিন বাদে দেখছি তোমায়। বুকে এসো, বুকে এসো ভাই।

(পাণ্ডু বিদুরকে আলিঙ্গন করেন। আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বিদুর পাণ্ডুকে প্রণতি জানান।)

বিদুর : প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ। প্রণাম মহারানি।

পাণ্ডু : হস্তিনাপুরের সংবাদ বল বিদুর। কেমন রাজ্য শাসন করছে আমার ভাই ধৃতরাষ্ট্র? প্রজারা সব সুখে রয়েছে তো?

মাদ্রি : মহারাজ, আপনি বনবাসী হয়েও রাজ্য চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারেন নি। আগে জিজ্ঞাসা করুন কেমন আছেন, পিতামহী সত্যবতী, কেমন আছেন মাতা অম্বিকা, অম্বালিকা? কেমন আছেন জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম?

(হো হো করে হেসে ওঠেন পাণ্ডু)

পাণ্ডু : ঠিক! ঠিক বলেছ মাদ্রি। বল, বিদুর কেমন আছেন তারা? সকলে কুশলে আছেন তো?

বিদুর : হ্যাঁ মহারাজ। সকলেই কুশলে আছেন।

পাণ্ডু : আর আমার ভ্রাতুস্পুত্র দুর্যোধন? সে কেমন আছে? শুনেছি সে—

বিদুর : দুর্যোধন! তার কারণেই আজ আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাতকার প্রার্থনা করেছি মহারাজ।

পাণ্ডু : কেন? কী হয়েছে? (বিদুর চুপ করে থাকেন) কী হল, কিছু বলছ না কেন?

(দুঃসংবাদ আশঙ্কা করে) তবে কী... তবে কী... হায় হায় হায় এ তুমি কি দুঃসংবাদ নিয়ে এলে বিদুর?

মাদ্রি : কী করে? কী করে এমন দুর্ঘটনা ঘটল বিদুর? সেও কি যুদ্ধক্ষেত্রে তার প্রাণ দিয়েছে, নাকি কোনো গুপ্ত ঘাতক?

বিদুর : আপনাদের আশঙ্কা সত্যি হলে, সবচেয়ে খুশি হতাম আমি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য, কুরু বংশের দুর্ভাগ্য—দুর্যোধন সুস্থ সবল ভাবে রাজ প্রাসাদে সুখে বৃদ্ধি পাচ্ছেন।

পাণ্ডু : এ তুমি কী বলছ বিদুর? দুর্যোধন কুরু বংশের দুর্ভাগ্য? তুমি তার মৃত্যু কামনা করছ?

বিদুর : আজ নয়, যেদিন দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করেছিল, সেইদিনই তার মৃত্যু কামনা করেছি। কারণ আমি জানি, দুরাত্মা দুর্যোধনের কারণেই কুরু বংশ ধ্বংস হবে। পাপের আকর এই পুত্রের কারণে, ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। সদ্যজাত ওই সন্তানকে আমি তৎক্ষণাৎ হত্যা করার মন্ত্রণা দিয়েছিলাম। কিন্তু মহারাজ আমার উপদেশ উপেক্ষা করেছেন।

মাদ্রি : কোনো পিতা তার সন্তানের মৃত্যু কামনা করতে পারে না বিদুর। সন্তানকে রক্ষা করাই পিতা মাতার ধর্ম।

বিদুর : না! একজন রাজার কাছে, তার রাজ্য এবং প্রজার রক্ষাই তার একমাত্র ধর্ম। তার জন্য যদি সন্তানকেও বলিদান দিতে হয়, তাহলে তাই তার কর্তব্য।

পাণ্ডু : কিন্তু ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে অত্যন্ত মান্য করে। তোমাকে তার একমাত্র সুহৃদ, একমাত্র হিতৈষী, উপদেষ্টা মনে করে—

বিদুর : পুত্রস্নেহ অন্ধ মানুষের জ্ঞানচক্ষুকেও অন্ধ করে দেয়। হিতাহিত বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। দুর্যোধনের জন্ম মুহূর্তে একের পর এক অমঙ্গল চিহ্ন দেখে আমি আতঙ্কে শিউড়ে উঠি। বালক জন্মেই গর্দভের ন্যায় কর্কশ স্বরে আর্ত নিনাদ করে ওঠে। চতুর্দিক শৃগাল গৃধিনীর তীব্র চিৎকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিনা মেঘে মহুর্মুহু বজ্রপাত হতে থাকে। পুরবাসীগণ আতঙ্কে অন্তঃপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকে। আমি বারংবার মহারাজকে বলি, মহারাজ এই মুহূর্তে এই অশুভ মাংসপিণ্ডটিকে বর্জন করুন। এ জীবিত থাকলে চরম অমঙ্গল ঘনিয়ে আসবে এই রাজ্যে। কুরু বংশ ধ্বংস হবে। এই মুহূর্তে একে হত্যা করে যমুনার জলে বিসর্জন দিন। কিন্তু মহারাজ আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। পুত্র সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন।

পাণ্ডু : এক সন্তানহীন পিতাই বুঝতে পারে সন্তানের মূল্য কী। যে কোনো পিতা

সন্তানের জন্য রাজ্য ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু রাজ্যের জন্য সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে না।

বিদুর : তাহলে মহারাজ, আপনি কেন আপনার সন্তানদের ত্যাগ করছেন?

পাণ্ডু : আমার সন্তান? তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ বিদুর?

বিদুর : মহারাজ, হস্তিনাপুর আজ এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। এক চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে কুরুকুলেরর ভাগ্যাকাশে। এই বিপদ থেকে একমাত্র আপনি পারেন আপনার বংশ, আপনার রাজ্য, আপনার প্রজাদের রক্ষা করতে। প্রাসাদে ফিরে চলুন মহারাজ। আবার বসুন নিজের সিংহাসনে। দুরাত্মা দুর্যোধনকে ধ্বংস করুন। আর তারপর আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

পাণ্ডু : কে যুধিষ্ঠির? ওই কুলটা রমণী কুন্তির জারজ সন্তান?

(কুন্তি বেরিয়ে আসেন)

কুন্তি : যুধিষ্ঠির ধর্মের সন্তান। পুত্র উৎপাদনে আপনি অক্ষম জেনে তিনি আমাকে এই সন্তান উপহার দিয়েছেন।

পাণ্ডু : কুন্তি! (বিদুর কে) ও, এ তাহলে তোমার চক্রান্ত? তুমি কুন্তিকে নিয়ে এসেছ? মাদ্রি, চল! আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব না।

বিদুর : মহারাজ আপনি শান্ত হন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমি আপনাকে এই অনুরোধ করতাম না। আপনি মহারানি কুন্তিকে ফিরিয়ে নিন। তার পঞ্চ পুত্রকে আপন বলে স্বীকার করে নিন।

পাণ্ডু : পঞ্চ পুত্র? বাঃ চমৎকার। তা এদের পিতা কে? নাকি একাধিক পুরুষের ঔরসে জন্ম হয়েছে ওই পঞ্চ জারজের?

কুন্তি : ভীমের পিতা স্বয়ং পবন দেবতা। অর্জুনের পিতা ইন্দ্র। নকুল ও সহদেবের পিতা অশ্বিনীকুমার।

পাণ্ডু : (হো হো করে হেসে ওঠেন) দেবতারা এসে তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে গেছেন? স্বর্গে কি অপ্সরাদের অভাব ঘটেছে?

বিদুর : মর্তভূমি যখন পাপে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন দেবগণ তাঁদের সন্তানদের পাঠান পৃথিবী পাপমুক্ত করতে। আর সেই সন্তান তাঁরা উপহার দেন যোগ্য পিতা-মাতার কোলে। মহারাজ, কুন্তিকে আর তার পঞ্চ পুত্রকে ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার ক্ষেত্রজ সন্তান বলে তাদের স্বীকার করে নিন। কারণ একমাত্র এই পঞ্চ পাণ্ডবই পারবে দুর্যোধনের হাত থেকে এই ধরিত্রীকে উদ্ধার করতে, পারবে পৃথিবীতে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

পাণ্ডু : অসম্ভব! ওই পঞ্চ পুত্রকে আমি কখনই আমার ক্ষেত্রজ বলে মেনে নেব না। সে যে দেবতাই তাদের জন্ম দিন না কেন।

বিদুর : মহারাজ, আপনি হয়ত ভুলে যাচ্ছেন, আপনি এবং ধৃতরাষ্ট্র দুজনেই মহারাজ বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ সন্তান।

পাণ্ডু : হ্যাঁ আমরা ক্ষেত্রজ পুত্র। কিন্তু ধর্মানুসারে নিয়োজিত পিতার ঔরসে আমাদের জন্ম। কুন্তির পুত্রদের মত ব্যাভিচারের ফসল নই আমরা।

কুন্তি : মহারাজ, বিশ্বাস করুন। আমার পুত্ররাও ব্যভিচারের ফসল নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জন্ম হয়েছে তাদের। (মাদ্রিকে) মাদ্রি, তুমি মহারাজকে বুঝিয়ে বল, আমার পুত্রদের স্বীকার করে নিন উনি।

মাদ্রি : না কুন্তি। আমি তা করতে পারি না। আর কেনই বা করব? মহারাজ যদি ক্ষেত্রজ সন্তানই চান, তাহলে তিনি ইচ্ছে করলেই কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে পারেন। মহারাজের ইচ্ছা পূরণ করতে আমি হাসি মুখে তার সন্তান ধারণ করব।

কুন্তি : মাদ্রি, আমার দুই পুত্র নকুল ও সহদেবকে আমি তোমায় দেব। তারা তোমার পুত্র বলে স্বীকৃতি পাবে। তুমি যদি একবার নকুল সহদেবকে দেখ, চোখ ফেরাতে পারবে না। এমন অনিন্দ্যকান্তি সুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তারা তোমায় মা বলে ডাকবে।

মাদ্রি : কোথায় তারা?

কুন্তি : তুমি অপেক্ষা কর, আমি তাদের নিয়ে আসছি। একটু অপেক্ষা কর।

পাণ্ডু : না। তাদের আনতে হবে না। আমি তাদের মুখদর্শন করতে চাই না। বিদুর, তুমি বৃথা চেষ্টা করছ। যে রাজ্য আমি ত্যাগ করে এসেছি, আমি কখনই সেই রাজ্যে ফিরে যাব না। ক্ষেত্রজ পুত্রের প্রয়োজন হয় বংশ রক্ষার্থে। কিন্তু আমার সে প্রয়োজন নেই। ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাই কুরু বংশ রক্ষা করবে। আর দুর্যোধনই হবে রাজা।

বিদুর : বেশ, তাই হবে। আপনাকে আমি আর জোর করব না। হস্তিনাপুরের ভাগ্যে, কুরু বংশের ভাগ্যে যা লেখা রয়েছে, তাই ঘটবে।

কুন্তি : আর আমার সন্তান? তাদের কী হবে?

বিদুর : তোমার পঞ্চ পুত্র দেব সন্তান। তারা বুদ্ধিমান, বলবান, ক্ষমতাবান। নিজগুণেই তারা তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে নেবে। তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। তবু রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের জন্য কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করব। তুমি এখন প্রস্থান কর কুন্তি। তোমার পুত্রগণ তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি মহারাজের সঙ্গে কিঞ্চিত বাক্যালাপ করে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হব।

(কুন্তি মহারাজ পাণ্ডুকে দুর থেকে প্রণাম জানিয়ে স্থান ত্যাগ করে। বিদুর তা লক্ষ করেন। তারপর পাণ্ডুকে বলেন।)

বিদুর : মহারাজ, এখানে আসার পথে আমি ঋষি কিন্দমের আশ্রম দর্শনে গিয়েছিলাম।

পাণ্ডু : ঋষি কিন্দম? কিন্তু কেন? তুমি কী জানো না—

বিদুর : আমি জানি। সেই কারণেই আমি আশ্রমে গিয়েছিলাম। ভেবেছি, যদি ঋষি কিন্দমের পুত্র শিষ্যদের অনুরোধ করে আপনার শাপ মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করা যায়।

পাণ্ডু : কিন্তু ঋষি কিন্দম তো আমায় কোনো অভিশাপ দেননি।

বিদুর : অভিশাপ দেননি? কিন্তু আমরা সবাই জানি, ঋষির ওই ভয়ঙ্কর অভিশাপের কারণেই আপনি সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

পাণ্ডু : সন্তান সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে আমার ভাগ্য, আর আমার এই পাণ্ডুর অক্ষম শরীর। তীব্র কামানলে আমি ভস্মীভূত হয়েছি, কিন্তু কোনো রমণীর সংসর্গে এলেই আমার শরীর থেকে সমস্ত তেজ মুহূর্তে নির্বাপিত হয়েছে। ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে আমি হত্যাকে বেছে নিয়েছি—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হত্যা, আর মৃগয়ায় এসে বন্যপ্রাণী হত্যা। তারপর একদিন, আমি অরণ্যে মৃগয়া করতে এসেছি। হঠাৎ দেখি দূরে বৃক্ষের অন্তরালে ঋষি কিন্দম তার স্ত্রীর সঙ্গে বিহার করছেন। তাদের দেহ আংশিক মৃগ চর্মে ঢাকা থাকলেও, তাদের মানুষ হিসেবে চিনতে আমার কোনো অসুবিধে হয় নি। আর তাদের, পতি পত্নীর প্রেম দেখে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এক বৃদ্ধ, বনবাসী ব্রাহ্মণ, সেও যে সুখ উপভোগ করতে পারে, আমি হস্তিনাপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ পাণ্ডু সেই সুখ লাভে অক্ষম। তীব্র ঈর্ষার অনলে আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিলাম। আমি ধনুতে শর যোজনা করে, ঋষির দিকে নিক্ষেপ করলাম। আর সেই আঘাতেই ঋষি এবং তাঁর পত্নী, দুজনেই তৎক্ষণাৎ নিহত হলেন। ((থেমে) না বিদুর, কোনো শাপ তিনি দেন নি। কিন্তু সেদিন থেকে আমি যে কী তীব্র অনুশোচনা নিয়ে বেঁচে আছি, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ আমায় এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দেয় নি। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে জীবন কাটাবো স্থির করেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে কখনো নারী সংসর্গ করব না। কুন্তি মাদ্রিকে রাজপ্রাসাদেই বাস করতে বলেছিলাম, কিন্তু ওরা রাজি হল না।

মাদ্রি : কেন রাজী হব? পত্নীর ধর্ম তার স্বামীর প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গী হওয়া।

পাণ্ডু : মাদ্রি তার ধর্ম পালন করেছে। কিন্তু কুন্তি—ওই স্বৈরিণী রমণীর ক্রমাগত চাহিদা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সে আমাকে ব্যঙ্গ করেছে, বিদ্রূপ করেছে আমার অক্ষমতার জন্য। আমি তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

ভ্রাতা বিদুর, তুমি ধর্মাত্মা! তুমি আমাকে বল, কীভাবে আমি এই ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্খালন করতে পারি? কী প্রায়শ্চিত্ত করলে শান্ত হবে আমার হৃদয়।

বিদুর : আমি সেই ব্যবস্থাই করেছি মহারাজ। ঋষি কিন্দমের আশ্রমে গিয়ে আমি জানলাম, তারাও শাপের ব্যাপারে কিছু অবগত নয়। আমি কিন্দমের পুত্রের কাছে আপনার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। বললাম, অনিচ্ছাকৃত ভুল করেছেন মহারাজ। আপনারা বলুন, কীভাবে তিনি এই ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাবেন? ওরা তখন যজ্ঞ আরম্ভ করে তাদের মৃত পিতাকে আহ্বান করলেন। যজ্ঞের শেষে, আমাকে একটি ফল দিয়ে বললেন, আপনাকে দিতে। এটি ঋষি কিন্দমের আশীর্বাদধন্য ফল। এটি ভক্ষণ করলেই মহারাজ পাপ মুক্ত হবেন।

(বিদুর তার ঝোলা থেকে একটি ফল বার করে পাণ্ডুর হাতে তুলে দিলেন।)

পাণ্ডু : সত্য? সত্য বলছ বিদুর? আমি পাপ মুক্ত হব? মাদ্রি, মাদ্রি এই দেখ, আমার ভ্রাতা বিদুর আমার মুক্তির উপায় নিয়ে এসেছে। বিদুর আমি আশীর্বাদ করি, তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। কত দিন, কতদিন আমি অপেক্ষা করে রয়েছি এই মুহূর্তটির জন্য। ভেবেছি আমার জীবদ্দশায় হয়ত কোনদিন আর পাপ মুক্ত হব না।

বিদুর : আমি তাহলে এখন বিদায় নিই মহারাজ? আমায় আজ্ঞা দিন।

পাণ্ডু : না, এখনি যেওনা। আর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা কর। আমি তোমার সামনে এই ফল ভক্ষণ করতে চাই।

(পাণ্ডু ফল হাতে নিয়ে চোখ বুজে ইষ্ট জপ করলেন। তারপর ফলে কামড় বসালেন।)

পাণ্ডু : বাঃ! কী সুস্বাদু এই ফল। (পরপর কয়েকটি কামড়ে গোটা ফল গলধঃকরণ করলেন) আঃ! বুকটা জুড়িয়ে গেল। কী শান্তি। (মাদ্রির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন) মাদ্রি, আর আমার কোনো আক্ষেপ নেই। ঋষি কিন্দম আমায় ক্ষমা করেছেন।

বিদুর : আপনি এখন মুক্ত মহারাজ। এখন আমায় আজ্ঞা দিন। হস্তিনাপুরে এখন অনেক কাজ।

পাণ্ডু : হ্যাঁ বিদুর তুমি হস্তিনাপুর ফিরে যাও। ফিরে গিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্যোধনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার প্রস্তুতি নাও। দুশ্চিন্তা কর না, দুর্যোধনের ধমনিতে কুরু রক্ত বহমান। সে উপযুক্ত রাজা হবে।

(হঠাৎ পাণ্ডুর মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যায়। দুই হাতে বুক চেপে ধরেন।)

পাণ্ডু : একী? একী? আমি—আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না কেন? তীব্র যন্ত্রণায় আমার—আমার বক্ষ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—

মাদ্রি : মহারাজ! মহারাজ! কী হয়েছে মহারাজ! **কী কষ্ট হচ্ছে? বলুন** আমাকে—

পাণ্ডু : আমার—আমার বুক—বুক—ওহ কী যন্ত্রণা—! **বিদুর**—বিদুর—আমাকে—বাঁচাও বিদুর—

মাদ্রি : বিদুর—এ কী হল বিদুর? তুমি কিছু **কর! তুমি** দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু করছ না কেন?

পাণ্ডু : (চক্ষু বিস্ফারিত—মুখে ফ্যানা উঠছে) **বিদুর.... ওই ফল**—ওই ফল—অভিশপ্ত—অভিশপ্ত—ওই ফল—

বিদুর : না মহারাজ। ফল অভিশপ্ত নয়, **ফল বিষাক্ত**। কুন্তির পুত্রদের আপনার সন্তান হিসেবে না স্বীকার করার **এটা হল পরি**ণাম। মৃত্যুর আগে এটুকুই জেনে যান মহারাজ পাণ্ডু, **দুর্যোধনকে আমি** রাজা হতে দেব না। রাজা হবে আমার সন্তান—**যুধিষ্ঠির**।

পাণ্ডু : বিশ্বাসঘা—ঘাতক!

(পাণ্ডু গড়িয়ে পড়ে **যান। তার মৃত্যু** ঘটে।)

মাদ্রি : মহারাজ! মহারাজ! **কথা বলুন মহারাজ**। কথা বলুন। এ তুমি কী করলে বিদুর? তুমি মহারাজকে **হত্যা করলে?**

বিদুর : যে রাজা তার রাজ্যের **দায়িত্ব ত্যাগ করে স্ত্রী**র আঁচলে আশ্রয় নেয়, তার বেঁচে থাকা আর না **থাকার মধ্যে কোনো** পার্থক্য নেই। আর যে রাজা তার রাজ্যের অমঙ্গল সাধন **করার চেষ্টা করে** তাকে বেঁচে থাকতে দেওয়াটাই অধর্ম।

(কুন্তি ছুটতে **ছুটতে প্রবেশ** করে)

মাদ্রি : কুন্তি, মহরাজকে বিষাক্ত **ফল খাইয়ে হত্যা** করেছে বিদুর। বিশ্বাসঘাতক বিদুর।

(কুন্তি পাণ্ডুকে দেখে চমকে **দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর** বিদুরের দিকে তাকায়।)

মাদ্রি : কুন্তি তুমি পালাও। তা নাহলে **বিদুর** তোমাকেও হত্যা করবে।

কুন্তি : না মাদ্রি। মহারাজকে বিদুর **হত্যা করেনি**। করেছ তুমি। তুমি মহারাজকে নিশ্চয়ই প্রলুব্ধ করেছ। আর **কামার্ত মহারাজ** ঋষি কিন্দমের অভিশাপে মৃত্যু বরণ করেছেন। ছিঃ **মাদ্রি। ধিক্কার** তোমাকে।

মাদ্রি : না কিন্দমের অভিশাপ নয়। **মহারাজ বলেছেন**, কিন্দমের কোনো অভিশাপ ছিল না। আর আমি মহারাজকে **প্রলুব্ধ** করিনি—তুমি বিশ্বাস কর! বিদুর, বিদুর হত্যা করেছে—

বিদুর : শান্ত হও মাদ্রি। তুমি মহারানি। অহেতুক অশ্রুবিসর্জন তোমায় শোভা পায় না। তুমি এখন মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। কুন্তি তোমাকে এবং তোমাদের পঞ্চপুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজপ্রসাদে ফিরে যাবে। কুন্তি যেমন বলেছে, নকুল এবং সহদেব, তোমার পুত্র হিসেবে পরিচিত হবে। যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জুন কুন্তির পুত্র। রাজপ্রাসাদে মহারানি সত্যবতী এবং অন্যান্য কুরু প্রবীণদের জানাবে এরা মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। ক্ষেত্রজ পুত্র। আর বলবে, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোড়শ বৎসর।

মাদ্রি : অসম্ভব। আমি এই মিথ্যাচার করতে পারব না।

কুন্তি : মাদ্রি, হস্তিনাপুরে তুমি রাজমাতার সম্মান পাবে।

মাদ্রি : আমি চাই না রাজমাতার সম্মান। ওই মিথ্যার বোঝা আমি বহন করতে পারব না।

বিদুর : কিন্তু বহন তো তোমায় করতেই হবে মাদ্রি। ভরত বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার উপর, আর তুমি এই সামান্য মিথ্যার ভয়ে তাকে বিপন্ন করবে? ভেবে দেখ, মহারাজ পাণ্ডু, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কেউ কুরু বংশ জাত নয়। তাদের পিতা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরই তাদের জন্ম ঘটেছে। তবু তাদের মহারাজের ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে মেনে নিয়েছে সবাই। কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। আমি বলছি, তুমি ও কুন্তি দাবি করলে, এই পঞ্চ বালকও, পঞ্চ-পাণ্ডব বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

মাদ্রি : না না না! আমি কখনই ওদের মহারাজের পুত্র বলে মেনে নেব না। আমি চাই না হতে রাজমাতা। আমি চাই না হস্তিনাপুরের স্বীকৃতি। তার চেয়ে আমি আমার স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গে তার সঙ্গে মিলিত হব।

(মাদ্রি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পাণ্ডুর দেহের উপর)

বিদুর : বেশ। তুমি যদি তাই চাও, তাই হোক। মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণেই যাও তুমি।

(বিদুর অকস্মাৎ পাণ্ডুর কটিদেশ থেকে তার ছুরিকা খুলে নেয়। মাদ্রিকে অবাক করে, বিদুর এক হাতে তার গলা বেষ্টন করে ধরে, তারপর অন্য হাতে সেই ছুরিকা আমূল বসিয়ে দেয় মাদ্রির বক্ষে। মাদ্রি ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে যায়। বিদুর উঠে দাঁড়ায়।)

কুন্তি : এ তুমি কী করলে বিদুর? ওকে হত্যা করার কী প্রয়োজন ছিল? মাদ্রি তো সহমরণেই যেতে চেয়েছিল?

বিদুর : সহমরণে যেতে চাওয়া আর সহমরণে যাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য কুন্তি। মাদ্রিকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম। ও তা গ্রহণ করল না। এমতাবস্থায় মাদ্রি বেঁচে থাকলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাছাড়া পাণ্ডুর দাহ সৎকার তো এখানেই হবে না। হবে হস্তিনাপুরে, কুরু বংশের প্রবীণ নবীন সবার সামনে। প্রমাণ করতে হবে পাণ্ডু মৃত। মাদ্রি মৃত। তুমি বনবাসীদের একত্র কর। তারপর পাণ্ডু ও মাদ্রির মৃতদেহ নিয়ে, তোমার পঞ্চপুত্রসহ

হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হও। আর তারপর, তোমাকে যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যেও।

কুন্তি : কিন্তু হস্তিনাপুরে সবাই আমার কথা মানবেন তো?

বিদুর : সবাই মানবেন। কেবল একজনকে নিয়েই সন্দেহ।

কন্তি : কে সে?

বিদুর : পিতামহী সত্যবতী। তিনি অত সহজে নাও মানতে পারেন। তবে চিন্তা করো না, ওঁকে মানানোর দায়িত্ব আমার। তুমি আর দেরি করো না। কান্নাকাটি করে লোক জোগাড় কর। আমি প্রস্থান করি।

কুন্তি : (পাণ্ডু এবং মাদ্রির মৃতদেহর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠেন। বিদুর তা লক্ষ করেন, তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে যান।)

হায় হায় হায়, একী হল? মহারাজ আপনি কেন এমন করে চলে গেলেন? আমাকে একা ফেলে আপনি মাদ্রি দুজনেই চলে গেলেন। এখন আমি কী করব? মাতা অম্বালিকাকে কী বলব? পিতামহী সত্যবতীকে কী জবাব দেব? মাদ্রি, তুমি কী করে এত নিষ্ঠুর হলে? আমাকে কেন সহমরণে যাবার সুযোগ দিলে না? আমি মহারাজের পুত্রদের কী করে একা মানুষ করব? আমাকে বলে দাও। হায় হায় হায়—

(আলো নিভে যায়)

দৃশ্য—৪

(সত্যবতীর কক্ষ। সত্যবতীর সঙ্গে রয়েছেন বিদুর।)

সত্যবতী : ছিঃ ছিঃ ছিঃ বিদুর! তুমি না ধর্মাত্মা? এরকম জঘন্য পাপ কাজ তুমি করলে কী করে? পাণ্ডু আর মাদ্রিকে নিজের হাতে হত্যা করলে? আর গর্বের সঙ্গে সেই ঘটনা তুমি আমাকে বলছ? তুমি জানো, রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি?

বিদুর : রাজদ্রোহিতা? না পিতামহী। আমি যা করেছি তা এই বংশের, এই কুরু বংশের মঙ্গলের জন্য। এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য!

সত্যবতী : কুরু বংশের মঙ্গল? কুরু বংশের রাজাকে হত্যা করে তুমি কুরু বংশের মঙ্গল করবে?

বিদুর : হ্যাঁ। এই রাজ্যকে, এই বংশকে রক্ষা করতে হলে যুধিষ্ঠিরকে রাজা হতে হবে। পাণ্ডু বেঁচে থাকলে তা সম্ভব হত না।

সত্যবতী : নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার উচ্চাভিলাষে তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছ। ধর্মা ধর্ম বোধ লুপ্ত হয়েছে তোমার।

বিদুর : (হেসে ওঠে) আমি তো কেবল আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি মাত্র।

সত্যবতী : আমার পদাঙ্ক?

বিদুর : নিশ্চয়ই! আপনিও চেয়েছিলেন, কেবল আপনার পুত্র, আপনার বংশধর হবে হস্তিনাপুরের রাজা। আপনার পিতা দাসরাজকে দিয়ে সেই শর্ত রেখেছিলেন মহারাজ শান্তনুর সম্মুখে।

সত্যবতী : মহারাজ সেই শর্ত মেনে নেননি—

বিদুর : কিন্তু ভীষ্ম তাকে মানিয়েছিলেন। কী মোহ জালে আপনি আচ্ছন্ন করেছিলেন সেই অষ্টাদশ বৎসরের যুবক দেবব্রতকে? কুরু বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শৌর্যে যিনি পরশুরামের তুল্য,শাস্ত্রজ্ঞানে যিনি গুরু বৃহস্পতির তুল্য, সেই মানুষকে আপনি এক নির্বীর্য নপুংসকে পরিণত করলেন। তাকে আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত করলেন। কী করলেন? কী দিয়ে করলেন? আপনার রূপ? আপনার রূপের জালে পিতা পুত্র দুজনকেই বন্দি করলেন ধীবর কন্যা মৎসগন্ধ্যা? কিন্তু কেন করলেন? কী উদ্দেশ্যে করলেন পিতামহী!

সত্যবতী : স্তব্ধ হও বিদুর! তোমাকে কোনো কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।

বিদুর : কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই, কারণ আমি জানি আপনার উদ্দেশ্য। আপনি চেয়েছেন এই কুরু বংশের সর্বময় কর্ত্রী হতে। আর—আর—চেয়েছেন—অনার্য নিষাদ রক্ত দিয়ে ধীরে ধীরে ভরতবংশের ধমনী থেকে আর্য রক্তের শেষ বিন্দুটুকু মুছে ফেলতে। শুদ্ধ শোণিতের গরিমা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন এ ভারতভূমির মানুষকে।

সত্যবতী : মিথ্যা কথা!

বিদুর : না মিথ্যা নয়। আপনার এবং আপনার পিতার শর্ত ছিল আপনাদের প্রথম চাল। দেবব্রতকে তার ভীষণ প্রতিজ্ঞা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে, আপনি ভেবেছিলেন আপনার পথ পরিষ্কার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আপনার দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য দুজনেই অকালে প্রাণ হারালেন। চিত্রাঙ্গদ তার ঔদ্ধত্যের জন্য, আর বিচিত্রবীর্য তার অসংযমের জন্য। যে বংশের জন্য আপনি এত কঠিন শর্ত রাখলেন, ভীষ্ম তার পৌরুষ ত্যাগ করলেন, সেই বংশ রক্ষার জন্য কেউ রইল না।

সত্যবতী : কুরু বংশ রক্ষা করাই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য!

বিদুর : কুরু বংশ নয়, আপনার বংশ—এক নিষাদ ধীবর কন্যার বংশ। আর সেই বংশ রক্ষার জন্য আপনি কী করলেন? আপনার অবৈধ পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, এক অনার্য ঋষি, তাকে নিয়োগ করলেন আপনার পুত্রবধূদ্বয় অম্বিকা

এবং অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য। সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ এই নিয়োগ।

সত্যবতী : না, নীতিবিরুদ্ধ নয়। বংশ রক্ষার জন্য পরিবারের কোনো পুরুষ, অথবা কোনো ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা শাস্ত্রসম্মত।

বিদুর : মৃত নিঃসন্তান পুরুষের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য অপরকে নিয়োগ করতে পারেন কেবল পরিবারের পিতৃপুরুষগণ। আপনি তার অধিকারী নন। তাছাড়া, বিচিত্রবীর্যের ভ্রাতা, মহারাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত জীবিত থাকতে, পরাশর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের জন্য ধর্মত নিয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু আপনি সেই রীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন—একটাই উদ্দেশ্যে। আপনার অনার্য নিষাদ রক্তকে কুরু বংশে আরো ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে।

সত্যবতী : এ সমস্ত তোমার মনগড়া কথা, তোমার বিকৃত মনের কল্পনা মাত্র। তুমি এর কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।

বিদুর : প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্যও নয়। কারণ আমিও চাই আপনার উদ্দেশ্যকে সফল করতে। মনে রাখবেন যুধিষ্ঠিরের ধমনীতে বইছে আপনারই রক্ত। সে আপনার প্রপৌত্র!

সত্যবতী : দুর্যোধনও আমার প্রপৌত্র।

বিদুর : পিতামহী, আপনার পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস তিন পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু মাতা অম্বিকা ও অম্বালিকার দুই বিকলাঙ্গ সন্তান আপনাকে তৃপ্ত করেনি। আপনি জানতেন, এক অন্ধ রাজা রাজ্য শাসনে অপারগ। এক পাণ্ডুর নির্বীর্য রাজা বংশ ধারণে অক্ষম। তাই আপনি এক তৃতীয় পৌত্র চেয়েছিলেন—এক সুস্থ সন্তান। দ্বৈপায়ন ব্যাস আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করলেন—এক সুস্থ সবল পুত্রের জন্ম হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার জন্ম হল রাজ প্রাসাদের এক নামহীন শূদ্র দাসীর গর্ভে। আপনি তাকে আপনার রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দিলেও, তাকে রাজপুত্রের মর্যাদা দিলেন না। আপনার যে পৌত্রের সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা ছিল হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসার, তাকে আপনি ঠেলে দিলেন উপেক্ষার অন্ধকারে। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, আর আমার ধমনীতে বইছে একই পিতার রক্ত, একই পিতামহীর রক্ত। নির্বীর্য পাণ্ডু রাজা হলেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা হলেন, কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করা হল। কেন পিতামহী? কেন আপনি বললেন না যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠ পুত্র বিদুরই হবে কুরু বংশের রাজা?

সত্যবতী : তা সম্ভব ছিল না। দাসী পুত্র কখনো রাজ সিংহাসনে বসতে পারে না।

বিদুর : এক নিষাদ ধীবর কন্যার পুত্র যদি পারে, তাহলে এক দাসীর সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্র কেন পারে না? আপনি জানেন, কুরু বংশে আপনার কথাই শেষ কথা। আপনি যদি একবার বলতেন, এই পরিবারের কেউ আপত্তি করতেন না। ভীষ্ম তো নয়ই। সবাই আপনার বাক্যকে শিরোধার্য করতেন।

সত্যবতী : কিন্তু প্রজারা? প্রজারা মানতেন না। তারা ঘোরতর আপত্তি করতেন—

বিদুর : যে প্রজারা তাদের প্রিয় রাজকুমার দেবব্রতর পরিবর্তে আপনার পুত্রদের রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তারা আমাকেও মেনে নিতেন। হস্তিনাপুরের প্রজাদের কাছে, ভীষ্মের কথাই শেষ কথা। আর ভীষ্মের কাছে আপনার কথাই শেষ কথা। পিতামহী, যে ভুল আপনি একবার করেছেন, এখনো সময় আছে—তা শুধরে নিন। নচেৎ, পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

সত্যবতী : তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো বিদুর?

বিদুর : কারণ আমি ভয় পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি অন্ধকার ভবিষ্যতের, যখন দুর্যোধনের লোভ এবং দুর্বুদ্ধির কুটিল চক্রে ধ্বংস হবে হস্তিনাপুর, ধ্বংস হবে এই ভরতভূমি, লুপ্ত হবে এই ভূমির আদি সন্তান। তাই দুর্যোধনকে অবদমিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য—এবং আমি তা করবই। মনে রাখবেন পিতামহী, আমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমি তা সফল করবই। আপনি আমাকে রাজা করেননি, কিন্তু আমি আমার পুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজা করবই। সুতরাং, আপনি যদি তাকে পাণ্ডুর সন্তান হিসেবে মেনে নিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, ভালো। নচেৎ, ছলে বলে কৌশলে যেভাবে সম্ভব, দুর্যোধনকে পরাজিত করে আমি যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসাব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। আর একটা কথা। আপনি মনে করেছেন ভীষ্মকে পুত্তলিকার মত সঞ্চালন কেবল আপনিই করতে পারেন? কিন্তু এই রাজপ্রাসাদে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার হৃদয়ে আমারও একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। আমার কথা উনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর ভীষ্ম যদি একবার সত্য অবগত হন, যদি একবার আপনার গোপন অভিলাষের কথা তার কর্ণ গোচর হয়, তাহলে কিন্তু উনি আপনার বশংবদ আর নাও থাকতে পারেন। আর সেইদিন আপনার পরাজয় নিশ্চিত; আর সেই সঙ্গে আমারও পরাজয়। মনে রাখবেন, আপনার আর আমার উদ্দেশ্য এক, যদিও আমাদের পন্থা ভিন্ন। সুতরাং আমাকে সহযোগিতা করা মানে, আপনার উদ্দেশ্যকেই সফল করা। আর আমার বিরোধিতা করা মানে, ধর্মের বিরোধিতা করা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।

(বিদুর প্রস্থান করেন।)

সত্যবতী : হায় বিধাতা, এ কোন পরীক্ষা তোমার? কী কর্তব্য আমার? এই ধূর্ত নৃশংস বিদুর আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ও কি পারবে ভীষ্মকে বশীভূত করতে? ভীষ্ম দেবব্রত যদি একবার আমার বিরুদ্ধে যায়, তাহলে আমার আর কিছুই করার থাকবে না। এতকাল আমার কথা সে বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে মেনে এসেছে। কিন্তু বিদুর যদি ওই পঞ্চ বালককে নিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়, ভীষ্ম কি তাদের ফিরিয়ে দিতে পারবে? কোথায় তুমি পুত্র দ্বৈপায়ন? এ কোন ধারায় বইতে চাইছে তোমার আখ্যান? এমন তো কথা ছিল না। ঘটনাস্রোতের এই অকস্মাৎ পরিবর্তন আমি কী করে প্রতিরোধ করব?

(ব্যাস আবির্ভূত হন)

দ্বৈপায়ন : মাতা, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ঘটনা স্রোতকে তার নিজের মত প্রবাহিত হতে দিন। বিদুরের পরিকল্পনা তো আপনার স্বার্থের পরিপন্থী নয়। সে চায় কুরু বংশের মঙ্গল।

সত্যবতী : এ তুমি কী বলছ পুত্র? বিদুর হত্যাকারী। পাণ্ডু ও মাদ্রিকে সে হত্যা করেছে।

দ্বৈপায়ন : পাণ্ডু ও মাদ্রি এই কুরুবংশের স্বার্থে তাদের প্রাণ দিয়েছে। তার জন্য দুঃখ করার কিছু নেই।

সত্যবতী : বিদুর বিষ প্রয়োগ করে—

দ্বৈপায়ন : আমি জানি মাতা। এ সমস্তই আমি অবগত আছি।

সত্যবতী : অবগত আছো? কিন্তু তাও কোনো প্রতিবাদ করছ না? অভিশাপ দিচ্ছ না তোমার এই কুলাঙ্গার পুত্রকে?

দ্বৈপায়ন : কারণ এ সমস্ত কিছুই পুত্র বিদুর আমার সঙ্গে পরিকল্পনা করেই করেছে।

সত্যবতী : পরিকল্পনা করে করেছে? দ্বৈপায়ন, আমি বুঝতে পারছি না, তোমার উদ্দেশ্য কী? এ কোন ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছ তুমি?

দ্বৈপায়ন : উদ্দেশ্য তো ব্যক্ত করেছে আমার পুত্র বিদুর। তার পুত্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোন পিতা চাইবে না তার পুত্র সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করুক। আমার পুত্র বিদুর বঞ্চিত হয়েছে। আমি তার জন্য কিছুই করিনি। এখন সেই ভুল শোধরাতে চাই।

সত্যবতী : কিন্তু পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র—এরাও তোমার পুত্র। তাদের প্রতি তুমি অবিচার করছো না?

দ্বৈপায়ন : পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র আমার ঔরসে জন্মেছে ঠিকই, কিন্তু আমি তাদের দাবি করতে পারি না। বিচিত্রবীর্য তাদের পিতা। নিয়োগ পদ্ধতির সেটাই রীতি। কিন্তু বিদুর আমার পুত্র, সম্পূর্ণ রূপে আমার পুত্র। পিতা হিসেবে তার

ভালো-মন্দর দায়িত্ব আমার। এই পরিবারের আগামী দিনের ইতিহাস একটাই, বিদুরের পুত্র যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতাদের বিজয়ী করা। আর সেই বিজয়গাথাকে মহিমান্বিত করাই হবে আমার কাজ। মাতা সত্যবতী, আপনি আমার জন্মদাত্রী। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার কাছে আমি কিছুই প্রার্থনা করিনি। আজ আপনার কাছে একটাই প্রার্থনা করি মাতা। আপনি ওই পঞ্চ বালককে পাণ্ডু পুত্র হিসেবে মেনে নিন। আপনার, আমার রক্তজাত সন্তান এই ভারতভূমির ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হোক।

সত্যবতী : কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তো সহজে তা মেনে নেবে না।

দ্বৈপায়ন : অবশ্যই না। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই হবে আমাদের বংশধরদের জয়। সেই সংগ্রামের কাহিনিই হবে এই মহাভারতের কাহিনি। কিন্তু আপনি এই ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃরক্তক্ষয় সহ্য করতে পারবেন না মাতা। আপনি যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করে বনবাসে যাত্রা করুন। সেখানে তপস্যা করে বাকি জীবন অতিবাহিত করুন। আমি সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করব।

সত্যবতী : বেশ, তাই হোক তবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক পুত্র। আজ থেকে, কুন্তির পঞ্চ পুত্র, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র, পাণ্ডব, হিসেবে পরিচিত হবে।

দ্বৈপায়ন : মাতা সত্যবতী, মহাভারতের মহাকাব্যে আপনি পরম পুণ্যবতী ধর্মপরায়ণা রমণী বলে গণ্য হবেন। ভাবীকালের মানুষ জানবে, কুরুবংশের রাজমাতা সত্যবতীর জন্যই রক্ষা পেয়েছে এই ভারতভূমি। জয় হোক আপনার মাতা। জয় হোক কুরু জননীর।

(দ্বৈপায়ন অন্তর্হিত হন। প্রবেশ করেন ভীষ্ম।)

ভীষ্ম : আমায় স্মরণ করেছেন মাতা?

সত্যবতী : আমি?

ভীষ্ম : বিদুর বললেন—

সত্যবতী : ও হ্যাঁ। দেবব্রত, তুমি কুন্তির পঞ্চ পুত্রকে দেখেছ?

ভীষ্ম : হ্যাঁ মাতা। অত্যন্ত সুশীল, ভদ্র ও মার্জিত এই পাঁচ বালক। বুদ্ধি ও প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। কুরু বংশের যোগ্য উত্তরসূরি প্রত্যেকেই। যুধিষ্ঠির ধীর স্থির এবং রাজোচিত গুণ সম্পন্ন। ভীম অত্যন্ত বলবান। অর্জুন ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী। নকুল ও সহদেব অনিন্দ্য কান্তির অধিকারী।

সত্যবতী : শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম। দেবব্রত, পাণ্ডুর এই পঞ্চপুত্রদের শিক্ষা দীক্ষায় এই বংশের যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব তোমার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সহযোগে তারা একই সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠবে। এই রাজপ্রাসাদে।

ভীষ্ম : যথা আজ্ঞা মাতা।

(ভীষ্ম বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সত্যবতী বাধা দেন।)

সত্যবতী : দেবব্রত, আরেকটা কথা। পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ। কুন্তি বলেছে, সে ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করেছে। সুতরাং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার অধিকার তার। তুমি সেই অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরকে প্রস্তুত কর।

ভীষ্ম : যুবরাজ হবার জন্য যুধিষ্ঠির নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু মাতা, দুর্যোধন এতকাল মনে মনে যুবরাজ হবার আশা পোষণ করে এসেছে। সে মোটেই প্রীত হবে না। ধৃতরাষ্ট্রও রাজি না হতে পারেন।

সত্যবতী : আমি জানি ভীষ্ম, এই প্রস্তাব অনেকের কাছেই সুখশ্রাব্য হবে না। অনেক বাধাও আসবে। কিন্তু যা ন্যায় সম্মত, আমাদের তাই করতে হবে। অন্যায্য দাবি আমি মেনে নেব না। তুমি যাও, পুত্রদের প্রস্তুত কর।

(ভীষ্ম প্রস্থান করে)

সত্যবতী : কুরু বংশের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। রাজ সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃ-রক্তপাত বিদুর সূচনা করেছে, আমার মন বলছে তা আর কোনদিনই বন্ধ হবে না। অশান্তির যে ঝড় উঠেছে এই ভারতভুমিতে, তার স্থিমিত হবার কোনো লক্ষণই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ভ্রাতার হস্তে ভ্রাতার হত্যা, পুত্রের হস্তে পিতার হত্যা, শিষ্যের হস্তে গুরুর হত্যা, ধর্মের নামে এই হত্যালীলারই অপর নাম হবে মহাভারত। হা ঈশ্বর, তুমি আমাদের রক্ষা কর।

(আলো নিভে যায়।)

সমাপ্ত

ড. সুদীপ্ত ভৌমিক : আই. আই. টি. খড়গপুরের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউ জার্সি নিবাসী, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, নাট্য চর্চায় নিবেদিত প্রাণ। ড্রামাটিস্ট গিল্ড অফ আমেরিকার সদস্য সুদীপ্ত নিউ জার্সিতে তার নিজস্ব নাট্যদল 'একতা'র (ECTA-Ethnomedia Centre for Theatre Arts) প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ণধার। নাটককার, অভিনেতা এবং নির্দেশক ছাড়াও সুদীপ্ত একজন দক্ষ কার্টুনিস্ট ও ব্লগার।